জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

(সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়)

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা।

শুদ্ধাচারের ধারণা

- শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রূপ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি।

এ অধিবেশনে আলোচ্য মূল বিষয়াবলী

- আমাদের পরিচয়: বাংলাদেশের নাগরিক/ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি
- চাকরির শিরোধার্য শর্তাবলী ও আমাদের নাগরিক দায়িত্বাবলী
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের পটভূমি ও কৌশলের বিবেচ্য বিষয়াবলী
- শুদ্ধাচারের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, আইনকানুন ও গৃহীত পদক্ষেপ
- শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের যৌক্তিক ভিত্তি
- শুদ্ধাচার বাস্তবায়নকারী (স্টেকহোল্ডার) ও কৌশল
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নির্বাহী বিভাগের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশসমূহ
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে জাতীয় সংসদের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশসমূহ
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বিচার বিভাগের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশসমূহ
- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে আরো যা করণীয়, যা দরকার

আমাদের পরিচয়

- আমরা বাংলাদেশের নাগরিক এবং দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত।
- আমরা সরকারি বা আধা সরকারি বা স্থায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত চাকরিজীবী।
- কর্মচারি, কর্মকর্তা বা নির্বাহী যেভাবেই পদায়িত হই না কেন, আমাদের বড় পরিচয় আমরা আইন ও নিয়ম-নীতি মেনে অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- আমরা সেবাপ্রার্থীগণের প্রভু নই, তাঁদের সেবকমাত্র।
- স্বল্পোতম সময়ে, স্বল্পোতম ব্যয়ে সেবাপ্রার্থীগণকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সেবাদান করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

সরকারি /প্রজাতন্ত্রের কর্মচারির সংগা

- বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের ভাষ্যমতে সরকারী কর্মচারী অর্থ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বেতনাদিযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তি।
- সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ভাষ্যমতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি, ফরেন সার্ভিসেরত ব্যক্তি অথবা যার চাকুরী অস্থায়ীভাবে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা বিদেশী সরকার বা সংস্থার নিকট ন্যস্তকৃত সকলেই সরকারি কর্মচারি।
- জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৭ নং আইন)-এর (২) ধারা মোতাবেক "কর্মকর্তা" অর্থে কোন সংস্থায় নির্বাচিত, মনোনীত, চুক্তিভিত্তিক বা সার্বক্ষণিকভাবে নিযুক্ত আছেন বা ছিলেন এমন ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন।

চাকরির মূলকথা

চাকরির শিরোধার্য শর্তাবলী

১। অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে পালন করা;

২। আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি মেনে চলা;

৩। সেবাপ্রার্থীগণকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সেবাদান করা;

৪। অফিসে শিষ্টাচার, ম্যানার ও প্রোটোকল মেনে চলা;

৫। কর্তৃপক্ষের আইন সংগত আদেশ পালন করা;

৬। দায়িত্বপালনে আন্তরিক ও উদ্যমী থাকা;

৭। সবসময় ভদ্রোচিত আচরণ করা;

৮। অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি এবং নির্দেশনা অবজ্ঞা না করা;

৯। কারো বিরুদ্ধে নগ্ন, মিথ্যা, তুচ্ছ অভিযোগ না দেয়া;

১০। প্রণীত আচরণবিধি ও শৃঙ্খলা বিধি মেনে চলা।

আমাদের নাগরিক দায়িত্বাবলী

১। দেশকে ভালোবাসা ও দেশের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা;
২। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি মেনে চলা;
৩। জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী কাজ হতে নিজে বিরত থাকা;
৪। জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী কাজ হতে অন্যকে বিরত রাখা;
৫। রাষ্ট্রীয় শিষ্টাচার, ম্যানার ও প্রোটোকল মেনে চলা;
৬। সরকারের আইন সংগত আদেশ পালন করা;
৭। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল থাকা;
৮। সকল নাগরিকের সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করা;
৯। নাগরিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা;
১০। দেশের মর্যাদা হানিকর যে কোনো কাজ প্রত্যাখ্যান করা।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের পটভূমি

- ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সংগ্রামের চালিকাশক্তি ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অবদমনে, অব্যবস্থাপনায়, দুর্নীতিতে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শুদ্ধাচারের অভাবে।
- দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধকে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছি। আমরা আমাদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রনিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি, আইনকানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগই যথেষ্ট নয়; তার জন্য সামগ্রিক এবং নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসাবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বিবেচ্য বিষয়াবলী

- সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কার্তিক ১৪১৯/অক্টোবর ২০১২ প্রণীত।
- এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী, মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মুখবন্ধ, নির্বাহী সারসংক্ষেপ এবং ৪টি অধ্যায় রয়েছে।
- অধ্যায় ১: পটভূমি, অধ্যায় ২: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল– রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, অধ্যায় ৩: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল–অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, অধ্যায় ৪: বাস্তবায়ন ও উপসংহার বর্ণিত হয়েছে।
- পটভূমিতে শুদ্ধাচারের ধারণা, শুদ্ধাচারের আইনকানুন ও নিয়মনীতি এবং গৃহীত পদক্ষেপ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের যৌক্তিক ভিত্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা, রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বিবেচ্য বিষয়াবলী

- শুদ্ধাচার বলতে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি-পর্যায়ে এর অর্থ কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা - দলিলটিতে শুদ্ধাচারের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।
- এতে রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনকানুন ও বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, তাদের পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।
- কৌশলটির রূপকল্প (vision) হচ্ছে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্র, তার প্রতিষ্ঠানসমূহে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করবে। শুদ্ধাচার কৌশলকে এ প্রত্যাশা পূরণের একটি অবলম্বন হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।
- আশা করা যায়, কৌশলটির অনুসরণ ও বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে জনগণ ও জাতির পিতার স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠায় কার্যকর অবদান রাখবে।

শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকত

বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে গৃহীত সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় কতিপয় মূলনীতি নির্ধারিত হয়। সেই অনুযায়ী আমাদের প্রত্যয় হল:

১. মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজলাভ নিশ্চিতকরণ (১০ অনুচ্ছেদ);

২. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);

৩. মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);

৪. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);

৫. সম্পদের সুষম বন্টন ও সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);

৬. সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);

৭. যোগ্যতা বিবেচনা করে কর্মানুযায়ী পারিশ্রমিক নিশ্চিতকরণ (২০ অনুচ্ছেদ);

৮. কোন ব্যক্তিকে অনুপার্জিত আয় ভোগ থেকে অসমর্থকরণ (২০ অনুচ্ছেদ)।

এই সূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা এবং সফলতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের একটি মূল নীতি।

শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও গৃহীত পদক্ষেপ

- ১৮৬০ সালের Penal Code-এ দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান রয়েছে। ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি দমন আইন পাশ হয়েছে।
- The Prevention of Corruption Act, 1947 (Act 11 of 1947) প্রণীত হয়েছে।
- ২০০৪ সালের ৫ নম্বর আইনে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান' প্রণীত হয়েছে।
- সম্প্রতি প্রণীত 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২'-এর আওতাধীন অপরাধও দুর্নীতি হিসাবে বিবেচিত।
- সরকার কর্তৃক অনুসৃত ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬' ও 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' অনুসৃত হয়।
- এনজিওদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য সরকার প্রণীত আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়।
- শিল্প, ব্যবসা-বণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আইনসমূহ প্রযোজ্য হয়। সামগ্রিকভাবে এ সকল আইনকানুন ও নিয়মনীতি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনে অবদান রাখে।

শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও গৃহীত পদক্ষেপ...চলমান

- ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২’-এর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ‘জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১’ প্রণয়ন করে দুর্নীতি সংঘটন সম্পর্কিত ঘটনার সংবাদদাতাদের সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
- ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ পাশ করে সরকার জনসাধারণ এবং গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তির দাবি ও চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তথ্য কমিশনও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংসদের কার্যক্রমে প্রচার প্রসারের জন্য ‘সংসদ টেলিভিশন’ চালু করা হয়েছে।
- ব্যবসার ক্ষেত্রে একাধিপত্য রোধকল্পে ব্যবসায় ‘প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২’ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে বিচারকার্যে শুদ্ধাচার অনুশীলনকে জোরদার করা হয়েছে।
- সরকার দুর্নীতির মামলাসমূহ পরিচালনাকে ত্বরান্বিত ও জোরদার করেছে; পৃথক ‘প্রসিকিউশন উইং’ প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকারি কর্মকর্তাদের আয়কর প্রদান ও সম্পত্তির হিসাব প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতাকে জোরদার করার জন্য নিজস্ব কর্মকতা-কর্মচারী নিয়োগ ও আর্থিক স্বনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ‘সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯’, ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯’, ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯’, ‘আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১০’, ‘সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯’, ‘চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০’, ‘পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০’, ‘পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ ‘মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২’, ‘জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০, ইত্যাদি।

শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের যৌক্তিক ভিত্তি

(ক) সরকারি খাত, এনজিও খাত ও বেসরকারি খাতে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিপুল প্রসার ঘটেছে। এ সকল কর্মকাণ্ডে বিপুল পরিমাণ সম্পদের সংশ্লিষ্টতা ঘটছে এবং পূর্বেকার সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি এবং লোকবলের মাধ্যমে তাদের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কষ্টকর হয়ে পড়ছে; পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করেছে; এরই সমন্বিত প্রচেষ্টা হিসাবে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই শুদ্ধাচার কৌশলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০–২০২১' দুর্নীতি দমনের উদ্যোগকে একটি আন্দোলন হিসাবে অভিহিত করে সরকারি কাজে 'জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা', 'স্বচ্ছ সংগ্রহ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা', 'নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধন', 'কার্যকর ন্যায়পাল' প্রতিষ্ঠা, এবং 'আইনশৃঙ্খলা' পদ্ধতির উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। '

(গ) সরকারি দফতরে অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম এবং সেজন্য সরকার তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

(ঘ) জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) জাতিসংঘের একটি উল্লেখযোগ্য কনভেনশন এবং বাংলাদেশ তা সমর্থন করেছে।

শুদ্ধাচার বাস্তবায়নকারী (স্টেকহোল্ডার)

(অ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান:

- ❑নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
- ❑জাতীয় সংসদ
- ❑বিচার বিভাগ
- ❑নির্বাচন কমিশন
- ❑অ্যাটর্নি জেনারেল
- ❑সরকারি কর্ম কমিশন
- ❑মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
- ❑ন্যায়পাল
- ❑দুর্নীতি দমন কমিশন
- ❑স্থানীয় সরকার

(আ) অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান:

- ❑রাজনৈতিক দল
- ❑বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
- ❑এনজিও ও সুশীলসমাজ
- ❑পরিবার
- ❑শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
- ❑গণমাধ্যম

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

- কৌশলপত্রটিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এর প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জ বর্ণনা করা হয়েছে এবং লক্ষ্য, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদ প্রস্তাব হয়েছে: এ মেয়াদসমূহ যথাক্রমে এক বছর, তিন বছর এবং পাঁচ বছর।
- প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন, সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং বিচার বিভাগের কাছে জবাবদিহির মাধ্যমে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ শুদ্ধাচার পালন করেন।
- জনপ্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতির বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান পরিচালনা করে অভিযোগ দায়ের ও মামলা পরিচালনা করে। দুর্নীতির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি দমন বিষয়ক পাঠক্রম অনুসৃত হচ্ছে।
- বর্তমান সরকারের আমলে জনপ্রশাসনের বিপুল কর্মযজ্ঞে দক্ষতা আনয়ন, দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রভূত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
- আইনকানুন, বিধিবিধানে পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করে একে যুগোপযোগী করে তোলার মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নির্বাহী বিভাগের চ্যালেঞ্জসমূহ

- সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন;
- উন্নততর দায়বদ্ধতাসহ কর্ম সম্পাদনে পাবলিক সার্ভিসের অধিকতর স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;
- প্রশাসনিক কর্মপ্রক্রিয়ায় অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকারিতা আনয়ন;
- নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি, বদলি ও প্রণোদনামূলক পারিতোষিকের সঙ্গে সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়নের সংযোগ সাধন;
- অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও সুবিধা-কাঠামো প্রতিষ্ঠা;
- বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে সুযোগের অধিকতর সামঞ্জস্য বিধান করে পাবলিক সার্ভিসের সামগ্রিক সংস্কার সাধন;
- সুস্পষ্টভাবে বিধৃত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি (যেমন আইন প্রয়োগ ও তদন্ত) নিশ্চিত করে অধিকতর নাগরিকবান্ধব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গড়ে তোলা;
- জনপ্রশাসনে (বিশেষত পদোন্নতি, বদলি, বৈদেশিক নিয়োগ, ইত্যাদিতে) দৃষ্টিগ্রাহ্য নিরপেক্ষতা অবলম্বনে অধিকতর মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নির্বাহী বিভাগের সুপারিশ

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদানের ব্যবস্থা করা;

২. বেআইনি কাজ ও অসদাচরণ সম্পর্কে তথ্য-প্রদানকারী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন' বাস্তবায়ন;

৩. পাবলিক সার্ভিসে মৎরবাধহপব ৎবফৎবংং ঃুংঃবস-এর আওতায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন;

৪. একটি আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার প্রবর্তন;

৫. প্রতি বছর নিয়মিতভাবে শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. পাবলিক সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন;

২. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দায়বদ্ধ, যোগ্য ও দ্রুত সাড়াদান- সক্ষম নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা;

৩. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

৪. জ্যেষ্ঠতা, কৃতি, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি পদ্ধতি প্রবর্তন;

৫. সরকারি সেবায় কার্যকারিতা আনয়ন ও গণমানুষের কাছে তা দ্রুত ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও তার প্রসার;

৬. সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এগুলির সমন্বয় সাধন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে জাতীয় সংসদের চ্যালেঞ্জসমূহ

- জাতীয় সংসদ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে উন্নততর দায়বদ্ধতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের উন্নততর তত্ত্বাবধানকার্য সম্পাদন;
- কার্যকর 'ফাইনেনসিয়াল ওভারসাইট কমিটি' (সরকারি হিসাব কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি) গঠন, তাদের পরীক্ষণ ও তদারকি কার্য সম্পাদন;
- সংসদের নিয়মিত অধিবেশনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহকে উন্নততর লজিস্টিক সহায়তা প্রদান।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে জাতীয় সংসদের সুপারিশসমূহ

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

- কার্যপ্রণালী-বিধির আওতায় প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবৃন্দ এবং বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের জন্য যৌক্তিক সময় নিশ্চিতকরণ;
- সংসদ সদস্যবর্গ ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের (ক) আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, (খ) সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যনির্বাহ, ও (গ) বাজেট প্রক্রিয়ায় সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সরকারের 'বার্ষিক আর্থিক হিসাব' ও সরকারের 'নির্দিষ্টকরণ হিসাব' তৎসম্পর্কিত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট ও তৎপ্রণীত অন্যান্য রিপোর্ট পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান জোরদারকরণ;

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

- সংসদের অধিবেশনে বিরোধী দলের নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বিভিন্ন দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠনের রীতি অব্যাহত রাখা;
- প্রণীতব্য আইন কার্যকরভাবে পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে সংসদ কর্তৃক স্থায়ী কমিটিসমূহকে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত প্রদান নিশ্চিতকরণ; সেইসঙ্গে কার্যপ্রণালি বিধির আওতায় বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে কমিটিসমূহকে শক্তিশালীকরণ;
- জাতীয় সংসদকে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর করার জন্য যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বিচার বিভাগের চ্যালেঞ্জসমূহ

- স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি প্রবর্তন;
- বিচার বিভাগের অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন;
- বিচারকগণের দায়বদ্ধতা অধিকতর দৃশ্যমান করা;
- নতুন বিষয়ে প্রণীত আইনের ক্ষেত্রে (যেমন, 'মানি লন্ডারিং') উন্নততর তথ্য-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- বিচার বিভাগ সম্পর্কে জনগণের ধারণা উজ্জ্বলতর করা;
- বিচারক-মামলা অনুপাতের উন্নয়ন সাধন;
- যৌক্তিক সময়ে মামলার নিষ্পত্তি।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বিচার বিভাগের সুপারিশসমূহ

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

- ❑ জুডিশিয়াল কর্মকর্তাদের আচরণবিধির যথাযথ বাস্তবায়ন;
- ❑ সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারের কার্যালয়কে শক্তিশালীকরণ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

- ❑ সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন;
- ❑ নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসারে বিধি প্রণয়ন এবং যোগ্যতার মানদণ্ডের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;
- ❑ বিচারিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্স, সরঞ্জাম ও লোকবল প্রদান;
- ❑ অব্যাহতভাবে বিচারকগণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের আয়োজন;
- ❑ মামলার জট হ্রাসকরণ;
- ❑ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে আরো যা করণীয়

- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে- পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, এনজিও, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা তেমনই গুরুত্বপূর্ণ।
- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে বিচার বিভাগ. আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগকে স্বাধীন সত্তায় তাদের নিজস্ব কর্মবৃত্তে যথাক্রমে বিচারকার্য, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও নির্বাহীকার্য পরিচালনা করতে হবে।
- নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল ইত্যাদি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে বাজেট ও আর্থিক নিয়মাবলি অনুসরণ সাপেক্ষে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদন করতে হবে।
- দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে তাদের কর্মসম্পাদন করতে হবে।
- গ্রাম ও শহরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এসব প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে।

শুদ্ধাচারের জন্য যা দরকার

ব্যক্তিত্ব বা PERSONALITY, যার ১১টি বর্ণ নিম্নোক্তভাবে সাজানো:

P= polite, pious, punctual

E= eager, exert, excellent

R= responsive, reliable, respectable

S= sincere, submissive, service minded

O= obedient, obliging, orderly minded

N= neutral, neat, nurture

A= awareness, adjustability, adaptability

L= loyal, listening, learning minded

I= intelligent, integrity, interactive

T= truthful, transparent, tolerant

Y= yearning, young at heart, young at style

শুদ্ধাচারের জন্য যা দরকার...চলমান

কর্মকর্তা বা আধিকারিক বা OFFICER, যার ৭টি বর্ণ নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে:

O= obedient, organized, orderly minded

F= firm, faithful, fairness

F= forecasting, fast, foster

I= impartial, initiative, intelligent

C= courteous, courageous, careful

E= emotion controlled, enthusiastic, enduring

R= realistic, royal, receptive (accessible)

শুদ্ধাচারের জন্য যা দরকার...চলমান

নেতা বা LEADER, যার ৬টি বর্ণ নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

L= loyal, listening, learning minded

E= eager, exert, excellent

A= awareness, adjustability, adaptability

D= dutiful, delightful, dear minded

E= efficient, excellent, executive

R= responsive, reliable, responsible

INTELLIGENT
HONEST
CREATIVE
CONFIDENT
DRIVEN
COURAGEOUS

YOU ARE ALWAYS
RESPONSIBLE
FOR HOW YOU ACT.
NO MATTER
HOW YOU FEEL.
REMEMBER THAT!

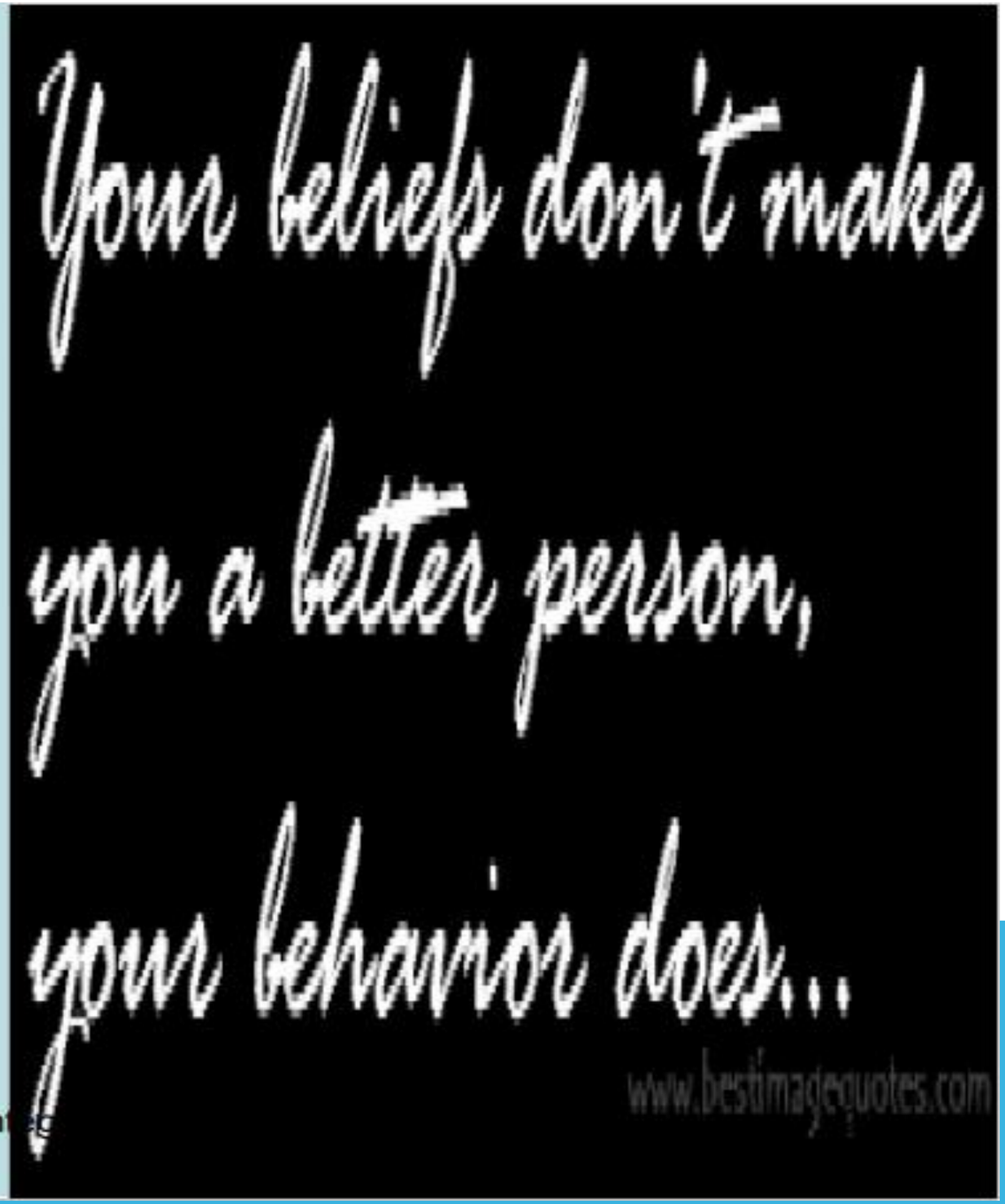
Your beliefs don't make
you a better person,
your behavior does...
www.bestimagequotes.com

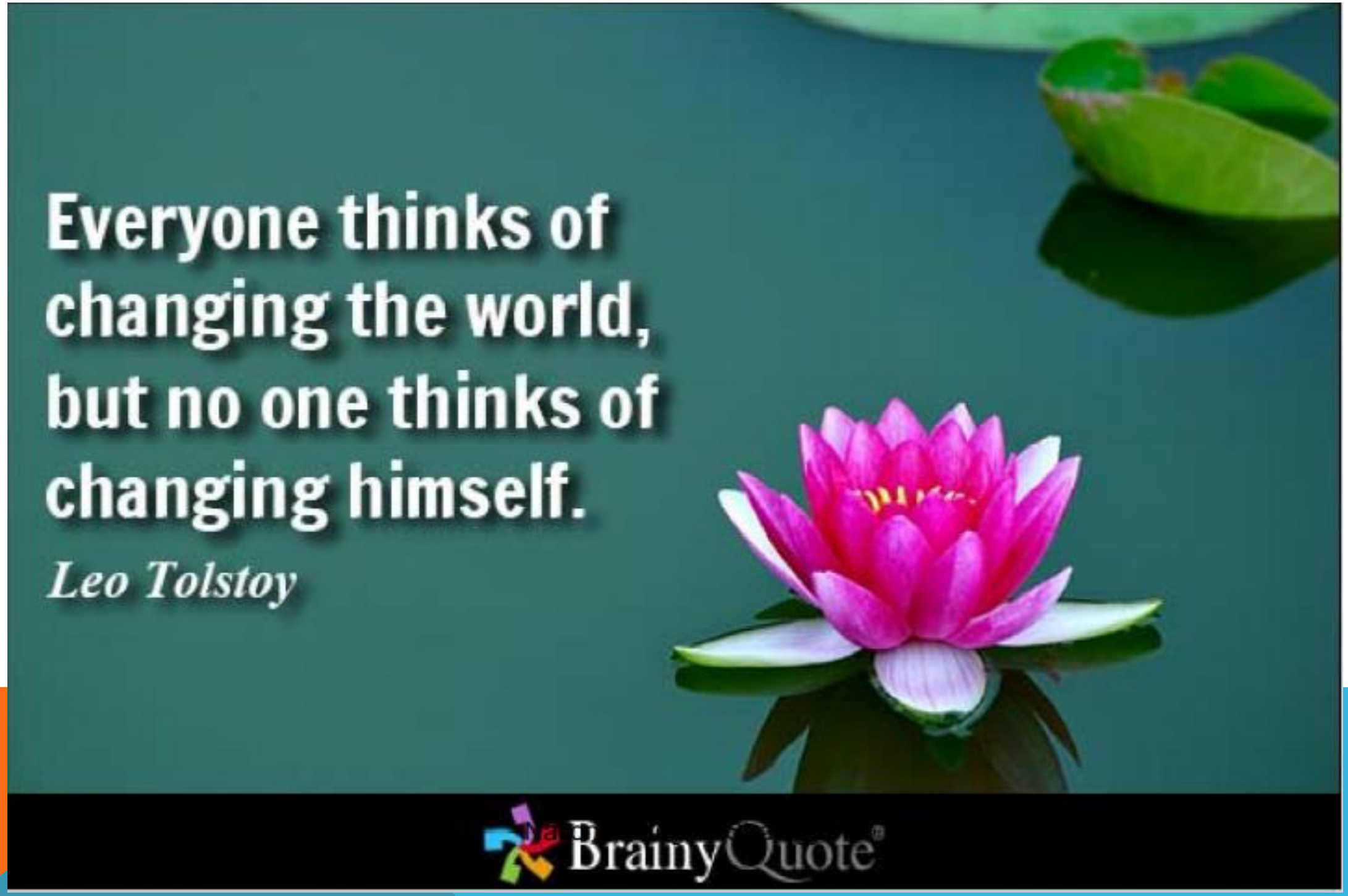
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.
Leo Tolstoy
BrainyQuote

BEFORE YOU speak
THINK!
T IS IT TRUE?
H IS IT HELPFUL?
I IS IT INSPIRING?
N IS IT NECESSARY?
K IS IT KIND?

Keep your thoughts positive
because your thoughts
become your words.

Keep your words positive
because your words
become your behavior.

Keep your behavior positive
because your behavior
becomes your habits.

Keep your habits positive
because your habits
become your values.

Keep your values positive
because your values
become your destiny.

-Mahatma Gandhi

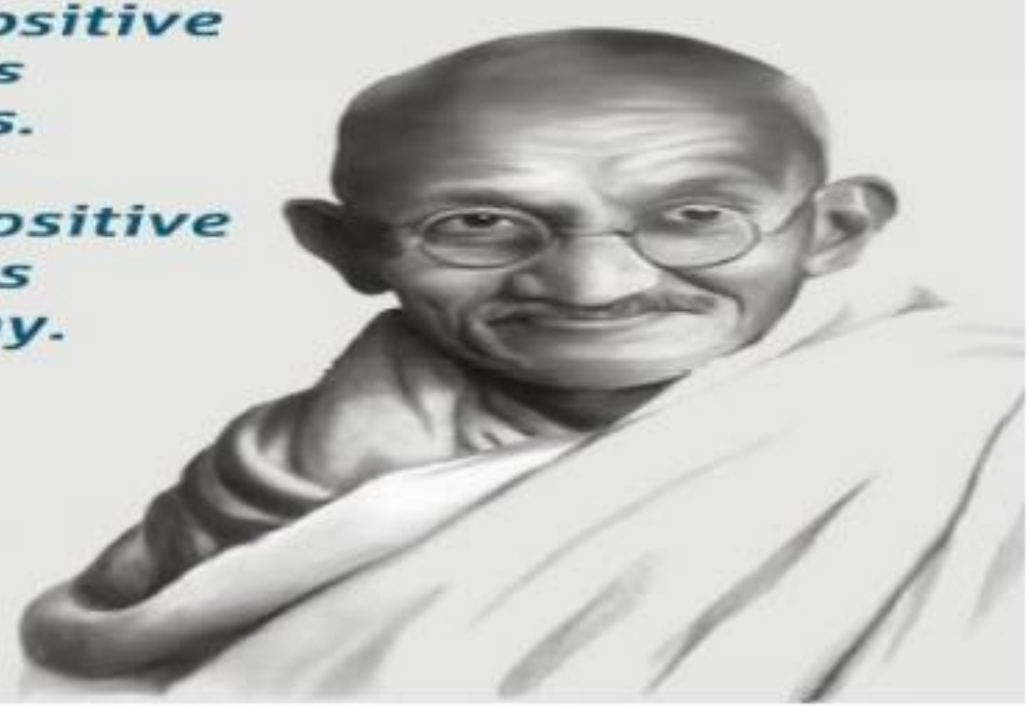

উপসংহার

- বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যমান আইনকানুন, নিয়মনীতির সংস্কার সাধন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রণয়ন করে মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসও প্রস্তাব করা হয়েছে।

- এই কৌশলটি একটি বিকাশমান দলিল। শুদ্ধাচারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১’-এ দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই অঙ্গীকারকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই সরকার এই ‘শুদ্ধাচার কৌশল’ প্রণয়ন করেছে। আশা করা যায় যে, সোনার বাংলা গড়ার পথে এই কৌশল ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।

Integrity Factors

Integrity Quote

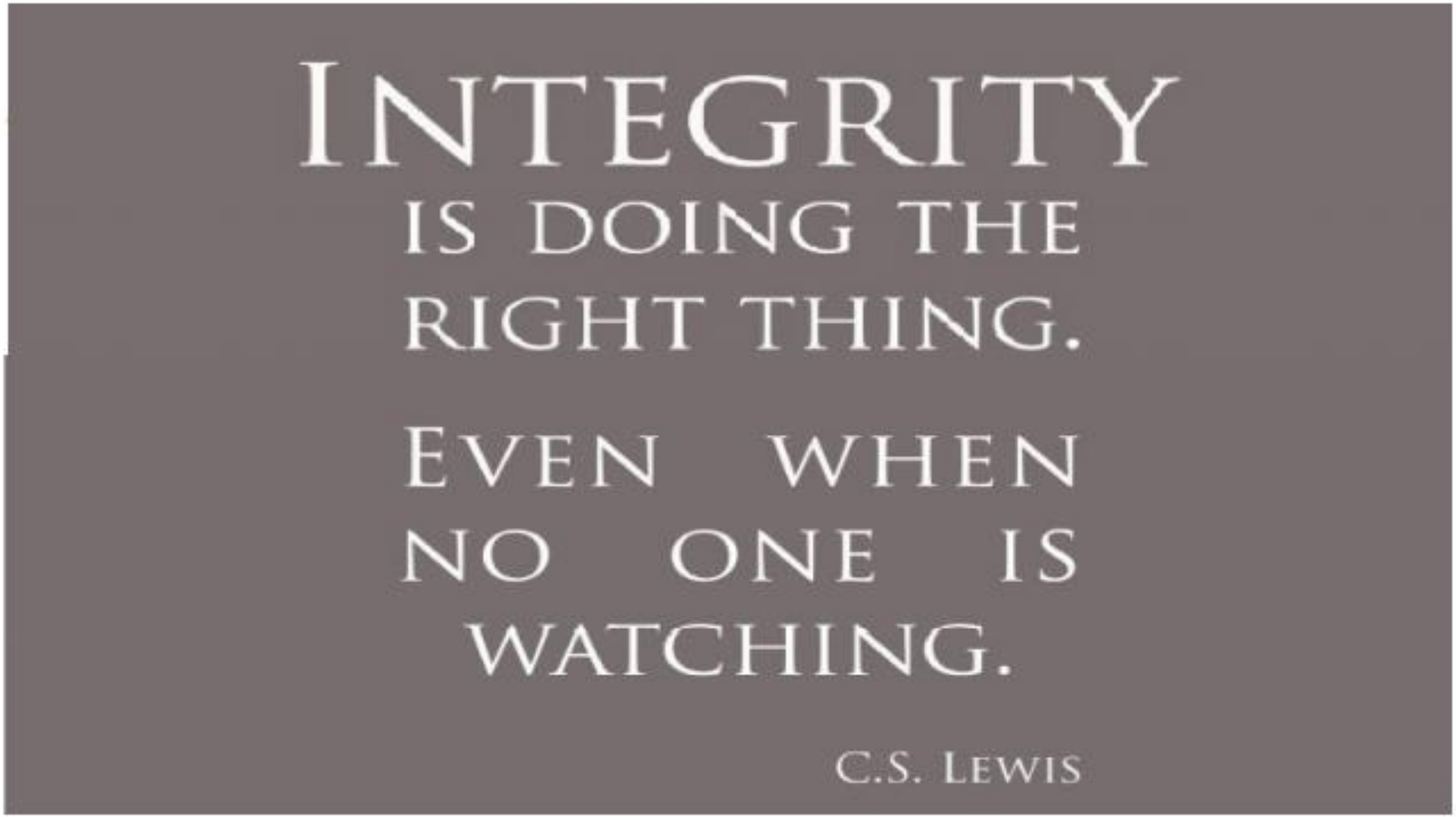

Integrity Points

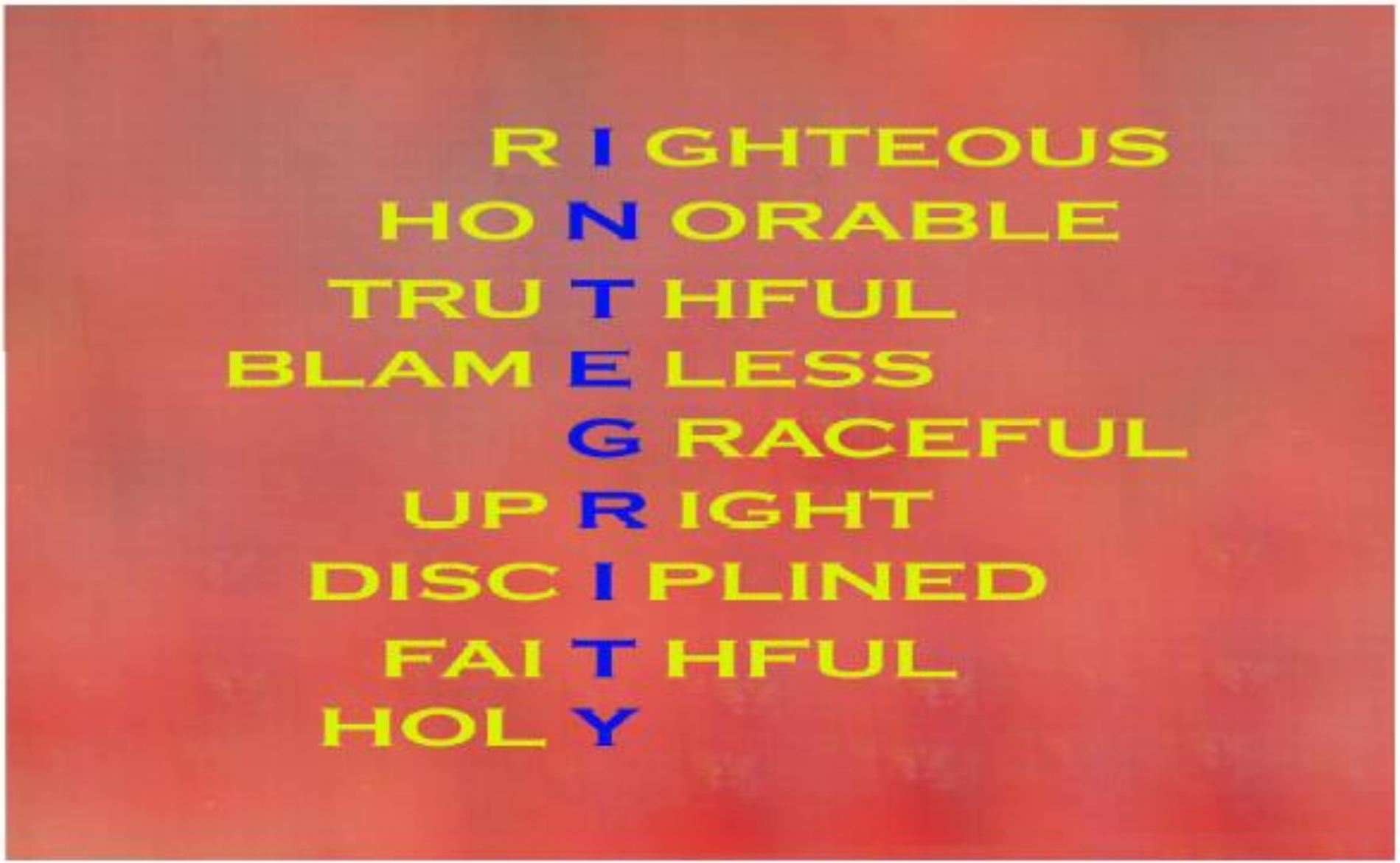

Integrity Image

Integrity Judging

Integrity Oath

“

ধন্যবাদ